সংবাদ

তারিখ .... [illegible]
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম .... [illegible]

৪০ মাদ্রাসায় কঠোর নজরদারি

বরিশালে ৭ আফগান যোদ্ধার সন্ধান

-জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

বরিশালে ৪০টি কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে। ১টি গোয়েন্দা সংস্থা ইতোমধ্যে সদর উপজেলার মাদ্রাসাগুলোয় নজরদারি শুরু করেছে। ৭ আফগান যোদ্ধার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বরিশালের ৭ আফগান যোদ্ধার তথ্য নেয়া শুরু করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ২০০৭ সালে স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে দেশে আফগান ফেরত যোদ্ধাদের তালিকা তৈরি করা হয়। ঐ তালিকায় ওই ৭ জনের নাম রয়েছে। এর মধ্যে মাহামুদিয়া মাদ্রাসার মাও. রফিকুল ইসলাম, রূপাতলীর মাও. অলিউল্লাহ, দ্য সার্ভেন্ট অফ সাফারিং হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক মাও. কামরুল ইসলাম, মেহেন্দীগঞ্জের পাতারহাট বন্দরের হর্ণকার মার্কেটের ফারুক হোসেন। এছাড়া তিনজনের নাম পাওয়া গেলেও ঠিকানা পাওয়া যায়নি। তারা হচ্ছেন- মাও. নিজার উদ্দিন, মাও. আমিনুল ইসলাম ও মাও. শহিদুল ইসলাম।

জানা গেছে, ১টি বড় মাদ্রাসা এবং সদর উপজেলার অপর ১টি কওমি মাদ্রাসার সন্ধান : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৫

সন্ধান : যোদ্ধার
(১ম পৃষ্ঠার পর)

গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। দেশব্যাপী জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং ভোলায় ১টি কওমি মাদ্রাসায় বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়ায় সরকারি নির্দেশে কওমি মাদ্রাসাগুলোর ওপর নজরদারি শুরু করা হয়। এরই অংশ হিসেবে বরিশালের কওমি মাদ্রাসাগুলোর একটি তালিকা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা দপ্তরের ১টি সূত্র জানায়, বরিশালের ৪০টি কওমি মাদ্রাসার একটি তালিকা তাদের হাতে পৌঁছেছে। তালিকা পাওয়ার পর পরই গোয়েন্দারা মাঠে নেমে পড়েছে। সূত্র মতে, বরিশালে কওমি মাদ্রাসা ছাড়াও ৩৭টি আলিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। যার মধ্যে ২৮টি এমপিওভুক্ত এবং বাকি ৯টি সরকারি কোন টাকা-পয়সা পায় না। এদেরও নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। বরিশালের ৪০টি কওমি মাদ্রাসার মধ্যে অনুসন্ধান শেষে ৩৭টির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাকি ৩টির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এগুলো রয়েছে শুধু কাগজে-কলমে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র জানিয়েছে, নগরীর বড় ১টি মাদ্রাসার গতিবিধি তাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। বড় মাদ্রাসাটিতে রাতের বেলা ছাত্ররা পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে এমন তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে রয়েছে। এছাড়াও ৪০টি কওমি মাদ্রাসার মধ্যে ১টি মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। ২/১ দিনের মধ্যে এ মাদ্রাসার ব্যাপারে আরও তথ্য পাওয়া যাবে বলে গোয়েন্দারা মনে করছেন।